একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

এসএমসি নিউজ

ইস্যু ৩৩, এপ্রিল - জুন ২০২০

এসএমসি এবং এসএমসি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড'র বার্ষিক সাধারণ সভাসমূহ ১৫ ও ১৬ জুন, ২০২০-এ অনুষ্ঠিত হয়েছে

বিগত ১৫ জুন, ২০২০ তারিখে ঢাকায় সোশ্যাল মার্কেটিং কোম্পানী (এসএমসি)-এর প্রধান কার্যালয়ে কোম্পানীর ৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কোম্পানীর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের পরিচালক মন্ডলীর প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন করা হয় এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন এসএমসি'র পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান জনাব সিদ্দিকুর রহমান চৌধুরী। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন বোর্ডের পরিচালকমন্ডলী, কোম্পানীর সদস্যবৃন্দ, এসএমসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ আলী রেজা খান এবং কোম্পানীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

১৬ জুন, ২০২০ তারিখে কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়ে এসএমসি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড-এর পঞ্চম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কোম্পানীর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের পরিচালক মন্ডলীর প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন করা হয় এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন এসএমসি এন্টারপ্রাইজ'র পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান জনাব সিদ্দিকুর রহমান চৌধুরী। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডারগণ, বোর্ডের পরিচালকবৃন্দ, এসএমসি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব আব্দুল হক এবং কোম্পানীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

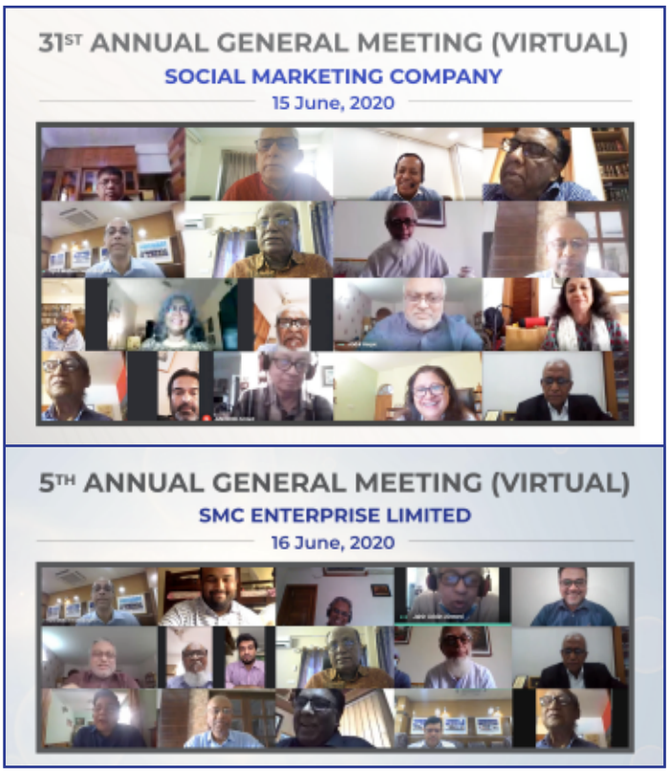

মিসেস নীলুফার মঞ্জুরের মৃত্যুতে আমরা শোকার্ত

এসএমসি'র একজন কোম্পানী সদস্য এবং এর বোর্ডের প্রাক্তন পরিচালক মিসেস নিলুফার মঞ্জুরের মৃত্যুতে এসএমসি এবং এর পরিচালনা পর্ষদ গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। "ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্নাইলাইহি রাজি'উন"। একজন খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ এবং সানবীমস স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ, মিসেস মঞ্জুর দীর্ঘদিন ধরে এসএমসি'র সাথে যুক্ত ছিলেন এবং কোম্পানীর বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

মহান আল্লাহতায়ালা তাকে জান্নাত দান করুন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারকে এই অপূরণীয় ক্ষতি সহ্য করার জন্য শক্তি ও অনুগ্রহ দান করুন।

একটি স্বাস্থ্যবান শিশুর প্রত্যাশায় প্রতিদিন একটি এমএমএস

এসএমসি বাংলাদেশে গর্ভবতী মহিলাদের জন্য বহুবিধ মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সাপ্লিমেন্ট (এমএমএস) প্রবর্তনের লক্ষ্য বাস্তায়নের জন্য জিএআইএন (গেইন)/সিআইএফএফ'র সাথে পাঁচ বছর মেয়াদী একটি প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। বিশ্বজুড়ে কম ওজনে জন্মগ্রহণকারী (এলবিডব্লিউ) শিশুদের মধ্যে বাংলাদেশের হার (২৮%) সর্বাধিক এবং যার জন্য মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট ঘাটতি একটি বড় ঝুঁকির কারণ। ১৪টি নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশে এটি সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে আয়রন এবং ফলিক এসিড (আইএফএ)-এর তুলনায় ১৫টি প্রয়োজনীয় ভিটামিন এবং খনিজ সমন্বিত এমএমএস-এর কার্যকারিতায় এলবিডবিউ ১২% এবং ছোট আকৃতির শিশু জন্মগ্রহণ (নির্ধারিত সময়ের বয়সের তুলনায় ছোট, এসজিএ) ৮% হ্রাস পেয়েছে। এই ১৫টি উপাদান সমৃদ্ধ এমএমএস, ইউনাইটেড নেশনস ইন্টারন্যাশনাল মাল্টিপল মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট অ্যান্টিনেটাল প্রিপারেশন (ইউএনআইএমএমএপি) ফরমুলা হিসেবে পরিচিত। প্রস্তাবিত প্রকল্পটির লক্ষ্য একটি টেকসই ব্যবসায়িক মডেল স্থাপন করা যেখানে দেশের গর্ভবতী মহিলাদের জন্য গুণগত মানের এমএমএস সুলভ মূল্যে বাজারে পাওয়া যাবে।

বাংলাদেশে কোভিড-১৯ সংকট মোকাবেলায় এসএমসি'র ভূমিকা

১. এসএমসি সামগ্রিকভাবে তার পণ্য এবং পরিষেবাদি সরবরাহের মাধ্যমে দেশের স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা এবং পুষ্টি'র লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত করে চলেছে। নিরবিচ্ছিন্ন পরিষেবা এবং প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে এসএমসি তার স্বাস্থ্য নেটওয়ার্ক সরবরাহকারীদের ১৬,৪০০ সেট ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) এবং ১,৬০,০০০টি মাস্ক সরবরাহ করেছে (ব্লু-স্টার নেটওয়ার্কের অধীনে ৮,২০০ জন বেসরকারী স্বাস্থ্য সেবাদানকারী, গ্রীন স্টার নেটওয়ার্কের ৪,৫০০ জন ঔষধ বিক্রেতা, পিঙ্ক স্টার নেটওয়ার্কের ৬৫০ জন প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ এবং গোল্ড স্টার নেটওয়ার্কের আওতাধীন গ্রামীণ উদ্যোক্তা হিসাবে ২,৫০০ জন মহিলা) যারা বর্তমান কোভিড-১৯ মহামারীতে বাংলাদেশে নিরলসভাবে কাজ করছেন। এসএমসি তার মাঠ পর্যয়ের বিক্রয় প্রতিনিধি এবং ফিল্ড অপারেশন ফোর্সগুলোকে মহামারীজনিত কারণে পণ্য এবং পরিষেবা সমূহের বর্ধিত চাহিদা মেটাতে প্রয়োজনীয় পিপিই, মাস্ক এবং অন্যান্য সুরক্ষা উপকরণ সরবরাহ করেছে যারা নিয়মিত ভাবে গন্তব্যে (নেটওয়ার্ক সরবরাহকারী এবং বাণিজ্যিক আউটলেটে) প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং পণ্য সরবরাহ করে। যার ফলে গত জানু-মার্চ, ২০২০ (মহামারীর আগে) এর তুলনায় এপ্রিল-জুন, ২০২০ (কোভিড-১৯ মহামারী) সময়ে কনডম, গর্ভনিরোধক পিল, ইনজেকটেবলস এবং ইমপ্ল্যান্টের বিক্রয় যথাক্রমে ৫৩%, ১৭%, ১৩% এবং ১৬% বৃদ্ধি পেয়েছে।

২. কোভিড-১৯ মহামারী শুরু হওয়ার পর থেকে এসএমসি, ক্রমাগতভাবে বাংলাদেশ সরকার এবং ডব্লিউএইচও'র নির্দেশিকা অনুসরণ করে ডিজিটাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এর ফেইসবুক পেইজসমূহের অনুসারীদের কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধে সতর্ক করার জন্য পেইজ গুলোতে ধারাবাহিকভাবে সচেতনতামূলক তথ্য সরবরাহ করছে। সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এসএমসি তার বিভিন্ন ফেইসবুক পেইজ গুলোতে (এসএমসি, ব্লু-স্টার, পিঙ্ক স্টার, মনিমিক্স এবং স্মাইল বেবি ডায়াপার) ব্যক্তিগত সুরক্ষা ব্যবস্থা, সামাজিক দূরত্ব, বিভিন্ন জমায়েতের বিরুদ্ধে সতর্কতা, গর্ভাবস্থার যত্ন, স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, পুষ্টি, দেশজুড়ে কোভিড-১৯ পরীক্ষা কেন্দ্র এবং এর চিকিৎসার জন্য নির্ধারিত হাসপাতালসমূহ ইত্যাদি বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করছে এবং একই সাথে পেইজের অসংখ্য অনুসারীর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করছে।

৩. এসএমসি, তার গোল্ড স্টার মেম্বারদের (জিএসএম) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রদান করেছে। যাতে তারা কোভিড-১৯ -এর বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত ব্যক্তিগত সুরক্ষা বজায় রেখে তাদের নিজ নিজ এলাকায় মানসম্পন্ন তথ্য এবং পরিষেবা সরবরাহ করতে পারে। মানবিক কারণে এসএমসি সারা দেশে ৭৭টি উপজেলায় কর্মরত ২,৫০০ জন জিএসএমকে প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রীর একটি প্যাকেজ সরবরাহ করেছে যাদের অধিকাংশই এই মহামারীর ফলে আর্থিক সমস্যায় ভুগছেন।

৪. এসএমসি তার স্বাস্থ্যসেবা নেটওয়ার্ক সেবাদানকারীদের কোভিড-১৯ বিষয়ক সচেতনর্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে "টেলি-স্বাস্থ্য পরামর্শ সেবা" শুরু করেছে। স্বাস্থ্য সেবাদানকারীদের মনবল বাড়াতে এবং তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ে মানসম্পন্ন সেবা নিশ্চিত করতে চারজন চিকিৎসক নিবেদিতভাবে নিয়োজিত আছেন যারা টেলিফোনে চিকিৎসা পরামর্শ প্রদান করছেন।

৫. 'এসএমসি টেলি-জিজ্ঞাসা,' এসএমসি'র টেলিফোন হটলাইন সেবা, বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশিকা অনুসরণ করে নিয়মিত ভাবে তার নেটওয়ার্ক সেবাদানকারীসহ দেশের সকল কলারদের কাছে কোভিড-১৯ সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করছে।

৬. এসএমসি তার সকল মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের জন্য বিনামূল্যে বীমা প্রকল্প নিশ্চিত করতে টেলিনর হেলথ-এর ডিজিটাল হেলথ কেয়ার সলিউশনের সাথে যুক্ত হয়েছে।

৭. এসএমসি ফার্মা ডিভিশন, তার মাঠপর্যায়ের কর্মিদেরকে কোভিড-১৯, মৌসুমী জ্বর এবং ডেঙ্গু সম্পর্কে প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রদান করেছে। তারা ব্লু-স্টার সেবাদানকারীদের মধ্যে 'করোনাবার্তা' এবং 'ডেঙ্গু সমাচার' নামক দুটি প্রচারপত্র বিতরণের পাশাপাশি স্নাতক ডাক্তারদের শিক্ষার জন্য অনলাইনে স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক তথ্য প্রচার করেছে। এছাড়াও স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য তাদের মেডিকেল ইনফরমেশন অফিসারদের (এমআইও) পিপিই সরবরাহ করেছে।

৮. এসএমসি, ডিরেক্টোরেট জেনারেল অফ হেলথ সার্ভিসেস (ডিজিএইচএস)-এর সাথে পর্টনারশিপের মাধ্যমে মহামারী মোকাবেলায় নিয়োজিত স্বাস্থ্যকর্মীদের মাঝে হ্যান্ড স্যানিটাইজার, এসএমসি পিউরিফাইড ড্রিংকিং ওয়াটার, ফেইস শিল্ড এবং সার্জিক্যাল মাস্ক সরবরাহ করেছে। এসএমসি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড, মহামারীতে ক্ষতিগ্রস্থ সুবিধাবঞ্চিত শিশু এবং সম্প্রদায়কে সহায়তা করতে একটি বেসরকারী অলাভজনক সমাজ কল্যাণ সংস্থা, বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশনকে ওরস্যালাইন-এন, টেস্ট মি ইনস্ট্যান্ট সফট ড্রিঙ্ক পাউডার এবং এসএমসি পিউরিফাইড ড্রিংকিং ওয়াটার অনুদান দিয়েছে।

৯. মানুষকে আরও ভালোভাবে বাঁচতে সহায়তা করার জন্য সামাজিক প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে এসএমসি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড খুব কম সময়ের মধ্যে 'জার্ম কিল' বাজারে এনেছে। এটি একটি তাৎক্ষণিক অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টিভাইরাল হ্যান্ড স্যানিটাইজিং সমাধান। এই বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সময় মানসম্পন্ন অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল সাবান এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজারের অতিরিক্ত চাহিদা মেটাতে ডব্লিউএইচও'র ৭০% আইপিএ সূত্রকে অনুসরণ করে 'জার্ম কিল' হ্যান্ড স্যানিটাইজার প্রস্তুত করা হয়েছে।

১০. জনগণকে জীবাণু মুক্ত করার লক্ষ্যে এসএমসি ইএল রাজধানীর পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে 'জীবাণুনাশক টানেল' স্থাপন করেছে। এপর্যন্ত টানেলগুলো পাঁচটি স্থানে- মহাখালী কাচাঁবাজার, কলমিলতা বাজার, উত্তরা কুশল সেন্টার কাচাঁবাজার, মোহাম্মদপুর টাউন হল মার্কেট এবং খিলগাঁও তালতলা কাচাঁবাজার-এ প্রায় ২৩৪,০০০ জনকে সেবা দিয়েছে। কোন ক্ষতিকারক রাসায়নিকের ব্যবহার ছাড়াই এই টানেলগুলো স্বয়ংক্রিয় ভাবে শুধু করোনাভাইরাসই নয়, মানবদেহের জন্য ক্ষতিকারক অন্যান্য ভাইরাস থেকেও সুরক্ষা প্রদান করে।

“এসএমসি টাওয়ার-২” এর কাঠামোগত কাজ যথাসময়ে শেষ হয়েছে

এসএমসি’র নব নির্মিত দ্বিতীয় ভবন “এসএমসি টাওয়ার-২” এর কাঠামোগত নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে এবং সম্প্রতি এসএমসি কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। কনকর্ড ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড কনস্ট্রাকশন লিমিটেড (সিইসিএল) ১০ আগস্ট, ২০১৭ থেকে এই কাজ শুরু করে এবং তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বটি নির্ধারিত ৩০ মাস সময়কালের মধ্যে সম্পন্ন করেছে। ভবনটিতে ১৪টি ফ্লোর এবং তিনটি বেইসমেন্ট রয়েছে।

এই উপলক্ষে, ২৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২০ তারিখে রাজধানীর স্থানীয় একটি হোটেলে এসএমসি টাওয়ার-২ এর হস্তান্তর শীর্ষক একটি অফিসিয়াল প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে কনকর্ড গ্রুপ অফ কোম্পানিজ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব শাহরিয়ার কামাল, এসএমসি’র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ আলী রেজা খান এর নিকট এসএমসি টাওয়ার-২ (দায়িত্বপ্রাপ্ত অংশ), হস্তান্তর করেন। অনুষ্ঠানে এসএমসি পরিচালনা পর্ষদের দু’জন পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আলী এবং জনাব মোঃ সিদ্দিক উল্লাহ এবং উভয় কোম্পানীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডে জয়া’র সফল প্রচার

এসএমসি ইএল’র কুষ্টিয়া এরিয়া অফিস সম্প্রতি ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলার স্থানীয় সরকার প্রশাসনের মাধ্যমে মহিলা শিক্ষার্থীদের মাঝে স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে একটি উদ্যোগ নিয়েছে। জনাব মাসুদুর রহমান, সিনিয়র এরিয়া এক্সিকিউটিভ - ডিস্ট্রিবিউশন সেলস, কুষ্টিয়া, ১৬ জুন, ২০২০ তারিখে উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও), হরিণাকুন্ডু, মিস সৈয়দা নাফিস সুলতানাকে তার অফিসে একটি সাধারণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এসএমসি’র জয়া-৮ (বেল্ট) স্যানিটারি ন্যাপকিনের ১১৮টি শিপিং কার্টন হস্তান্তর করেন।

এসএমসি’র সমর্থনকে স্বাগত জানিয়ে ইউএনও সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং সপ্তম থেকে দশম শ্রেণীর ২,৮০০ জন মহিলা শিক্ষার্থীর মাঝে এসএমসি’র জয়া বিতরণের পরিকল্পনার কথাও জানান। এছাড়াও তিনি উপজেলা কমপ্লেক্সের মহিলা কর্মীদের জন্য জয়া’র একটি হাইজিন কর্ণার তৈরীর আশা ব্যক্ত করেন। জনাব রহমানের আন্তরিক ও নিরন্তর প্রচেষ্টার প্রশংসা করে মিস সুলতানা আরও জানান, তার এই প্রচেষ্টা স্কুলের কিশোরীদের জন্য প্রকল্পটি শুরু করতে উল্লেখযোগ্য সাহায্য করেছে। মিস সুলতানা, এসএমসি’র কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন সেশনগুলোতে অংশ নিতে এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিধি সম্পর্কিত বিষয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত করতে সহায়তা প্রদানের অনুরোধ করেন।

এই সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রমটি উপজেলার জন্য বরাদ্দকৃত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)-এর বাজেট থেকে অর্থায়িত যা কোভিড-১৯ মহামারীর সংকটময় সময় স্থানীয় প্রশাসনের সাথে জনাব মাসুদুর রহমানের ধারাবাহিক যোগাযোগ বজায় রাখার ফলে সফল হয়েছে।

‘জয়া’ নারীর ক্ষমতায়নকে সমৃদ্ধ করে চলেছে

নারীর ক্ষমতায়নের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে নারী সমাজকে শিক্ষিত ও সচেতন করার লক্ষ্যে জয়া একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

নারীর বিকাশ, অগ্রগতি, স্বায়ত্তশাসন, দক্ষতা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জ্ঞান, ক্ষমতায়ন, এবং করোনা প্রাদুর্ভাবের সমাধানে সচেতনতা তৈরী করতে জয়া’র সৌজন্যে একটি সাপ্তাহিক টিভি অনুষ্ঠান “নারী নক্ষত্র” প্রতি শনিবার সন্ধ্যা ৬.০৫ মিনিটে আরটিভিতে প্রচারিত হয়।

আমাদের সহকর্মীর মৃত্যুতে আমরা শোকাহত

জনাব মোঃ সরোয়ার জাহান, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ, ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডেভলপমেন্ট, আইটি, গত ৫ মে, ২০২০ তারিখে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। “ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্নাইলাইহি রাজি’উন”। তার এই আকস্মিক মৃত্যুতে এসএমসি পরিবার গভীর ভাবে শোকাহত। জনাব সরোয়ার এসএমসি’র একজন অত্যন্ত দক্ষ ও নিবেদিত কর্মী ছিলেন এবং আমরা তার আত্মার চিরস্থায়ী শান্তির জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি। ২৬ জুন, ২০২০ তারিখে এসএমসি বোর্ডের ১৯৩তম সভায় মরহুমদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা ও আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করার একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ভার্মিসিড - এসএমসি'র একটি নতুন জনস্বাস্থ্য পণ্য

সম্প্রতি দুই বছরের বেশী বয়সের শিশু সহ পরিবারের সকল সদস্যদের লক্ষ্য করে মাটি হতে হেলমিন্থ সংক্রমণের চিকিৎসার জন্য এসএমসি 'ভার্মিসিড' (অ্যালবেনডাজল ৪০০ মিলিগ্রাম) নামে একটি নতুন পণ্য তার পোর্টফোলিওতে সংযোজন করেছে। এই সংক্রমণটি পরজীবীর দ্বারা সৃষ্ট এবং অন্ত্রের কৃমি হিসাবে বহুল পরিচিত যা সাধারণত শারীরিক বৃদ্ধিত ও বুদ্ধি বিকাশে ধীরতা, মনোযোগ ঘাটতি এবং শিশুদের শেখার অক্ষমতা ইত্যাদির জন্য দায়ী। এসএমসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ আলী রেজা খান; এসএমসি ইএল'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জনাব আবদুল হক এবং অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে ৩ মার্চ ২০২০ তারিখে অভ্যন্তরীণ ভাবে আয়োজিত অনুষ্ঠানিকতায় পণ্যটির মোড়ক উন্মোচিত হয়।

এসএমসি'র ভার্মিসিড হলো আম ও কমলার স্বাদযুক্ত একটি চর্বনযোগ্য ট্যাবলেট যা বর্তমানে সারাদেশে এসএমসি'র স্বাস্থ্য নেটওয়ার্কের আওতায় ব্লু-স্টার এবং গ্রীন স্টার সহ সকল ফার্মেসি আউটলেটে পাওয়া যাচ্ছে। আশা করা হচ্ছে যে, ট্যাবলেটটি দেশের জাতীয় জনস্বাস্থ্য কৃমিনাশক কর্মসূচিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি এবং সুরক্ষা ব্র্যান্ড 'জার্ম কিল' এখন বাজারে

এসএমসি ইএল, ২০ এপ্রিলে, ২০২০ তারিখে তার স্বাস্থ্যবিধি এবং সুরক্ষা ব্র্যান্ড 'জার্ম কিল' বাজারে এনেছে। প্রাথমিকভাবে, অ্যান্টিভাইরাল এবং অ্যান্টিব্যাক্টেরিয়াল বৈশিষ্ট্য যুক্ত ইনস্ট্যান্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার বাজারে আনে যাতে জনগণ সমস্ত প্রকার জীবাণু থেকে রক্ষা পায়। জার্ম কিল ইনস্ট্যান্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার ডব্লিউএইচও এবং সিডিসি প্রণীত ৭০% আইসোপ্রোপিল অ্যালকোহল দ্বারা তৈরি। এটি কোনো প্রকার তরলের ব্যবহার ছাড়াই করোনোভাইরাস সহ ৯৯.৯% জীবাণু ধ্বংসে কার্যকর। এটি তিনটি ভিন্ন প্রকারে- ৫০ এমএল বোতল, ৫০ এমএল এবং ১০০ এমএল টিউব-এ পাওয়া যায়।

বাজারের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া এবং গ্রাহকের প্রশংসার ভিত্তিতে ২০২০ সালের মে মাসে জার্ম কিল হ্যান্ড ওয়াশ বাজারে আনা হয়। এই অ্যান্টিজার্ম হ্যান্ড ওয়াশ ৯৯.৯% জীবাণু ধ্বংসে কার্যকরী। হাত থেকে জীবাণু সম্পূর্ণরূপে অপসারণ করতে ডব্লিউএইচও'র নির্দেশিত পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধোয়ার দৃঢ় পরামর্শ মেনে চলুন। সেরা মানের ও সাশ্রয়ী মূল্যের এই হ্যান্ড ওয়াশ তিনটি ভিন্ন প্রকারে বাজারে পাওয়া যাচ্ছে - ১৮০ এমএল স্পাউট, ১৮০ এমএল রিফিল, ৬০ এমএল টিউব, ৩ এমএল স্যাশে (১২ পিস-এর স্ট্রিং হিসেবে)।

প্রধান সম্পাদকঃ মোঃ আলী রেজা খান; **প্রকাশনা ও সার্কুলেশনঃ** কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট; **কৃতজ্ঞতাঃ** সকল বিভাগকে তথ্য দিয়ে সহযোগীতার জন্য;
ঠিকানাঃ এসএমসি টাওয়ার, ৩৩ বনানী বা/এ, রোড-১৭, ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ।
পিএবিএক্সঃ (+৮৮০২) ৯৮২১০৭৪-৮০, ৯৮২১০৯০, ৯৮২১০৯৩; **ওয়েবসাইটঃ** www.smc-bd.org